দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

শিক্ষক স্বল্পতায় বিলুপ্তির পথে কামিল স্তর

নিয়োগ ও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা ও শিক্ষকরা হয়রানির শিকার

মোঃ আবদুর রহিম

মাদ্রাসার কামিল স্তরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি নিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা ও নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত কোন নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও নতুন শিক্ষক নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসন। উক্ত কারণে অনেক মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ দিয়েও তাদের বেতন-ভাতার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। কামিল মাদ্রাসাসমূহ এমতাবস্থায় কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। এমতাবস্থায় শিক্ষক-স্বল্পতার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ কামিল স্তর বিলুপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি উদ্ভব হচ্ছে। জানা গেছে, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে জনবল কাঠামো অনুমোদন করে সরকার। এ জনবল কাঠামোতে মাদ্রাসার দাখিল, আলিম ও ফাযিল স্তর অন্তর্ভুক্ত পৃঃ৮-কঃ৫

শিক্ষক স্বল্পতায় বিলুপ্তির

১২-এর পৃষ্ঠার পর

হলেও কামিল স্তর তাতে অর্ন্তভুক্ত ছিল না। কামিল স্তরের নিয়োগ ও এমপিওভুক্তি '৯৫-এর পূর্বেকার জনবল কাঠামো অনুযায়ী চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি কোন কাঠামোতেই কামিল স্তরে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন জনবল কাঠামো তৈরী শুরু করলেও কামিল স্তরের জন্য কোন জনবল কাঠামোর ব্যবস্থা রাখছে না বলে সূত্র উল্লেখ করেছে আর তাহলে মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর কামিল শিক্ষকস্বল্পতার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন লিখিত আদেশ ছাড়া শিক্ষা অধিদপ্তর কামিল স্তরে মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফকীহ পদগুলোতে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করছে না। শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বক্তব্য হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌখিক নির্দেশে নিয়োগ ও এমপিওভুক্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু তা বন্ধ রাখার কারণ কেউ জানে না। ইতিপূর্বে ৩০% শিক্ষিকা নিয়োগের শর্তের কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক পদে নিয়োগ কার্যকর করা হয়নি। কিন্তু মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিল হওয়া সত্ত্বেও কেন নিয়োগ ও এমপিওভুক্তি আটকে আছে- এই প্রশ্ন মাদ্রাসা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের।

কেউ কেউ বলেছেন, ফাযিল ও কামিলকে যেহেতু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছে সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত রূপরেখা চূড়ান্ত না হওয়ার আগে এ স্তরে কোন নিয়োগ কার্যকর হবে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন চূড়ান্তের পরও কি এ সমস্যার সমাধান হবে?

মাদ্রাসা শিক্ষকগণের মতে কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই কামিল স্তরে শিক্ষক নিয়োগ ও এমপিওভুক্ত করছে না শিক্ষা অধিদপ্তর। তারা এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশুদৃষ্টি কামনা করছেন। তাদের দাবী, অযৌক্তিক কোন অজুহাত না দেখিয়ে মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যথাশীঘ্র এমপিওভুক্ত করা উচিত এবং একইভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার স্বার্থে নতুন নিয়োগ ও এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডের বিদ্যমান যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত অন্তত আগামী দশ বছর পর্যন্ত বহাল রাখাও প্রয়োজন।